চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৩ এপ্রিল'২০২৪খ্রি.

পবিত্র ঈদ উল ফিতর ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে নগরবাসীকে চসিক মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর শুভেচ্ছা

নগরবাসীকে পবিত্র ঈদ উল ফিতর ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লী ে গর ে জ ষ্ঠ যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তি ে যোদ্ধা ে মাহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী। সংবাদ মাধ মে প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তায় মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম মাস রমজান এর সিয়াম সাধনা শেষে দরজায় কড়া নাড় ে ছ মহাখুশীর ঈদ। রমজান মাস হল রহমত, বরকত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের মাস। তাই এ মা ে স আমরা যারা ে রোজা ে র ে খ সংযম রক্ষা ক ে র দান ছাওকাত ও সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও এবাদত বন্দেগী করতে পেরেছি তারা অত ন্ত সৌভাগ বান। আল হাদিসে বর্ণিত আছে, রমজান মাসে ছাওয়াবকে ১০ ন থেকে ৭০০ ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। তাই মাহে রমজানের বরকতে
অসীম সওয়াব লা ে ভর অধিকারী হওয়ায় সকল ে ক জানাই অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। ঈদের দিন সকালে ধনী গরীব সকলে মিলে কাতারবদ্ধ হয়ে আমরা ঈদের নামাজ আদায় শেষে পার পরিক কোলাকোলি ও করমর্দন করে নিজেদের মধে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেব। তাই মহানগরের বিভিন্ন হানের ঈদগাহ্ লোকে উপযু৩ করে তুলতে, নামাজীদের জন সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে ও সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সকল উদে াগ নিয়েছে।চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সরাসরি তত্বাবধানে মহানগরের প্রধান ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ প্রা১/২ ে ন। এছাড়াও লালদীঘি চট্টগ্রাম সিটি কর্পো ে রশন শাহী জামে মসজিদ, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা জামে মসজিদ, হযরত শেখ ফরিদ (র:) চশমা ঈদগাহ্ মসজিদ, চকবাজার সিটি ক ে র্পো ে রশন জা ে ম মসজিদ, দক্ষিন খুলশী আবাসিকএলাকা জা ে ম মসজিদ, আ ে রফিন নগর ে কন্দ্রীয় কবরহান জা ে ম মসজিদ, জহুর হকার্স মার্কেট জামে মসজিদ, সাগরিকা গরুর বাজার জামে মসজিদ, জহুর আহমদ ে চৌধুরী ে স্টেডিয়াম সংলগ্ন মা আ ে য়েশা সিদ্দীকী জা ে ম মসজিদ প্রা১/২নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্বাবধানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া, মহানগরের ৪১ টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ব...ন্দের তত্বাবধানে প...থক প...থক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এবারের ঈদের সাথে যু৩ হচ্ছে বাংলা বর্ষ বরণের আনন্দ। ইংরেজী এপ্রিল মাসের ১৪তারিখে বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিন। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি আমরা বাঙালিরা নববর্ষ হিসেবে পালন করি। এটি আমা ে দর সার্বজনীন ে লাকজ উৎসব, প্রা ে ণের উৎসব, আমা ে দর জাতীয় ঐতিহ ও সংস্কৃতির ে শকড়। অতী ে ততর সকল ভুল ভ্রান্তি, গ্লানি ও কলুষতাকে পিছনে ফেলে নতুন বছরের নতুন পথচলা ে হাক সাফল ভরা। বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ সকে লের জীব ে ন নি ে য় আসুক সুখ, শান্তি ও সম...দ্ধি। বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ জুড়েই গ্রামবাংলায় ব ে স বৈশাখী ে মলা। প ে হলা বৈশা ে খ আমা ে দর চট্টগ্রাম মহানগ ে রর সিআরবি শিরিষতলা ও ডিসি হিলসহ নানা হা ে ন বৈশা ে খর ১২ তারি ে খ আমা ে দও চট্টগ্রা ে মর ঐতিহাসিক লালদীঘি মাঠে ঐতিহ বাহী জব্বারের বলিখেলাকে ঘিরে ১০তারিখ হতে কোতোয়ালী, লালদীঘি পাড়, আন্দরকিল্লা, সিনেমা প ালেস এলাকায় ব ে স ে লাকজ বৈশাখী ে মলা। ঈদ আ ে য়োজনসহ বর্ষবরণ ও বৈশাখী উৎসবকে নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও সাফল ময় করতে চট্টগ্রাম সিটি ক ে র্পো ে রশন তৎপর র ে য় ে ছ এবং সদা সক্রিয় থাক ে ব। যারা পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ ও বর্ষবরণ উৎসব পালনের উদ্দেশে শহরের আবাস ে ছ ে ড় চার পাঁচ দিন কিংবা তা ে রো ে বেশী সম ে য়ের জন গ্রা ে মের বাড়ীতে পাড়ি জমাবেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, যাতে বাসা বাড়ীতে জমানো পানি রাখা না হয়। পানি ধরে রাখার ড্রাম, বালতি, গামলা বা যে কোন পাত্র যেন খালি করে উপুড় করে রেখে যেতে হবে। কেননা, জমানো পানিতে এডিস মশা বংশ বিস্তার করতে পারে। এতে করে গ্রামের বাড়ী থেকে ফিরে ডে১/২, ম ালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ার আশংকা থাকে। কেবল এডিশ মশাই নয়, যে ে কান মশার উপদধব কমা ে ত আমা ে দর সক ে লেরই বি ে শষ স ে চেতনতা ও সতর্কতা প্রয়োজন। নগরবাসী সচেতন না হলে মশার উপদধব কমানো কঠিন হ ে ব। নগ ে র মশার উপদধব কমা ে ত সিটি কর্পো ে রশন মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে বিশেষ উদে াগ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নগরবাসী অস ে চেতনভা ে ব যদি আবর্জনা ে ফ ে লে নালা নর্দমার পনিপ্রবাহ বারবার বন্ধ করে দেয়। জমে থাকা পানিতে আবারো মশা তা ে দের বংশ বিস্তার কর ে ছ। আমরা লক্ষ ক ে রছি ওষুধ ছিটি ে য় মশা কমানো প্রায় অসম্ভব। তাই মশার বংশ বিস্তারকেই থামিয়ে দিতে কাজ করতে হবে। আমরা তাই করে যাচ্ছি, তবে নতুন করে মশার প্রজনন ক্ষেত্র যাতে স...ষ্টি না হয় সে ব াপারে নাগরিক সচেতনতাও অত ন্ত জরুরী। বাড়িতে থাকা জমা পানি প্রতি তিন দিনে একদিন ফেলে দিলে এবং যত্রতত্র ময়লা ফেলে জলাবদ্ধতা স...ষ্টি না করলে মশার প্রজননের

ক্ষেত্র অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়বে। সকলে সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। সুন্দর আগামরি প্রত াশায় সকলকে ঈদ মোবারক ও বাংলা নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।জয় ে হাক বাঙালি সংস্কৃতির, জয় ে হাক বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।জয় বাংলা, জয় ব১/২বন্ধু।

ঈদ হোক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার উৎসব : চসিক মেয়র

ঈদ-উল-ফিতরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন বৃদ্ধির উৎসবে পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। ঈদের শুভেচ্ছা বার্তায় মেয়র বলেন, এক মাস সিয়াম সাধনা আমাদের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ভুলে সাম্যের সমাজ বিনির্মাণের শিক্ষা দেয়। শ্রেণীভেদ আর বৈষম্য ভুলে সমাজকে ঢেলে সাজানোর অনুপ্রেরণা যোগায় রমজান মাস। ঐতিহাসিকভাবেই ঈদ-উল-ফিতর ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সব ধর্মের মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির উৎসব হিসেবে স্বীকৃত। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো একাত্তরের পরাজিত শক্তি বিভিন্ন অপকৌশলে ব্যর্থ হয়ে এখন দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য নানা অপকৌশল, গুজব আর অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। উস্কে দিচ্ছে জঙ্গীবাদ, তৈরি করছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ। এমনকি 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই মহতী উক্তিটিরও অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা। তারা ধর্মীয় ভেদাভেদকে সামনে এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সবার প্রতি আমার আহবান, একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যাশায় আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়েছি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক রোলমডেলে পরিণত হয়েছে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে যাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোন বিচ্যুতি যাতে না আসে। ঈদ শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি সকলের জন্য ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বার্তা। এই পবিত্র দিনে আমাদের সকলের উচিত ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলে-মিশে আনন্দ উদযাপন করা। আমাদের সকলের উচিত ঈদের এই পবিত্র উৎসবে সকলের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করা। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করে আগামীর বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদী এবং উন্নত বাংলাদেশ এই হোক আমাদের শপথ। আসুন আমরা সকলে মিলে ঈদের এই পবিত্র দিনকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি।

চসিকের উদ্যোগে জমিয়তুল ফালাহ্ধসঢ়; জাতীয় মসজিদ ময়দানে ঈদুল ফিতরে'র প্রধান জামাত সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রথম ও প্রধান জামাত সকাল ৮.০০ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮.৪৫ ঘটিকায় জমিয়াতুল ফালাহ্ধসঢ়; জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ও প্রধান জামাতে ইমামতি করবেন হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আল কাদেরী, খতিব, জমিয়াতুল ফালাহ্ধসঢ়; জাতীয় মসজিদ এবং দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদ জমিয়াতুল ফালাহ্ধসঢ়;'র পেশ ইমাম। লালদীঘি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শাহী জামে মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮.০০ ঘটিকায়। নগরীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে সকাল ৮ ঘটিকায় আরো ৮টি মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) চশমা ঈদগাহ মসজিদ, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা জামে মসজিদ, চকবাজার সিটি কর্পোরেশন জামে মসজিদ, জহুর হকার্স মার্কেট জামে মসজিদ, দক্ষিণ খুলশী (ভিআইপি) আবাসিক এলাকা জামে মসজিদ, আরেফীন নগর কেন্দ্রীয় কবরস্থান জামে মসজিদ, সাগরিকা গরু বাজার জামে মসজিদ ও মা আয়েশা সিদ্দিকী চসিক জামে মসজিদ (সাগরিকা জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম সংলগ্ন)। এছাড়াও নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের তত্ত্বাবধানে ১টি করে প্রধান ঈদ জামাত স্ব স্ব মসজিদ অথবা ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হবে।

উচ্ছেদ অভিযান

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে আজ সোমবার নগরীতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে চান্দঁগাও থানার বহদ্দারহাট ও ষোলশহর চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাতের ওপর থেকে দুই শতাধিক অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করে সর্বসাধারণের চলাচলের পথ উন্মুক্ত করা হয়। অভিযানে সিটি মেয়র এর একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম অংশ নেন। অভিযানকালে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা -কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও চান্দঁগাও থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮